বিজয়বার্তা এবং কিছু প্রসঙ্গকথা

الحمد لله الفتاح العليم، الذي فتح لنا جميع أبواب الخير والفلاح، وخلق الجن والإنس ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه، والصلاة والسلام على سيد السادات وأسوة الغزاة الذي مهد لنا سبيل الهدى والرشاد، فلا نقتدي ولا نهتدي إلا بهداه، ولا نتأسى إلا بأسوته، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

আল্লাহর পথের প্রিয় মুজাহিদ এবং ইমারাতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তানের সাথী সমর্থক ভাইসব! আশা করি ইতোমধ্যে আমরা সকলেই আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়াহ'র মহা বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছি। গত ৫ই মুহাররম ১৪৪৩ হি. মোতাবেক, ১৫ই আগস্ট ২০২১ ইং কাবুল দখলের মাধ্যমে তালেবানদের আল্লাহ যে বিজয় দান করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায়ের পর; আপনাদের সকলকে হৃদয় প্রশান্তকর এই বিজয়ের মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ বিজয়ের সুশীতল ছায়া; আল্লাহ তাঁর প্রতিটি বান্দাকে অনুভব করার তাওফীক দান করুন। এ বিজয়ের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলিমকে এবং প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করুন!

বিজয়ের এই শুভক্ষণে কিছু বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি মনে করছি।

এক. একথা আমরা হৃদয়ে ধারণ করব এবং মন-মগজে সর্বদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা করব যে, এ বিজয় মুজাহিদদের কৃতিত্ব নয়; বরং তা একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, লাখো শহীদ এর পেছনে তাঁদের বুকের যে তাজা রক্ত ঢেলেছেন, লাখো মা বোন তাঁদের ইজ্জতের যে কুরবানি পেশ করেছেন, তার উসিলাতেই আল্লাহ আমাদের প্রতি এই দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তাই বিজয়ের এই মুহূর্তে আমাদের নেক দেয়ায় তাঁদেরকে স্মরণ রাখব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

দুই. বিগত কয়েক যুগ ধরে যে ত্যাগ ও কুরবানি লাখো মুজাহিদ ও তাদের পরিবরবর্গ এ বিজয়ের পেছনে দিয়ে আসছেন, তাতে যে আল্লাহ আমাদেরকেও কিঞ্চিত শরিক করেছেন, একে আল্লাহর দেয়া সৌভাগ্য জ্ঞান করব এবং এজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করব। ভবিষ্যতে এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তিন. অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করব। আল্লাহর এই নেয়ামতের কথা এমন বিনয় ও অনুভূতির সঙ্গে স্মরণ করব, যাতে আমার অন্তরাত্মা বিগলিত হয়ে, দেহ-মন বিনয়াবনত হয়। আমার আচার

আচরণ ও কথা বার্তায় বিনয় প্রকাশ পায়। বিশেষ করে আমি যেহেতু কোনো না কোনো স্তরে ইমারাহ'র সঙ্গে সম্পৃক্ত, এজন্য আমার কোনো বদ আমলের কারণে ইমারা'হ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এই ভয় অন্তরে লালন করব। এগুলো সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে বিজয়ে অহংকারী হওয়া শয়তান ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য।

চার. বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ক্ষণিকের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হব না। মনে রাখতে হবে, শত্রুর সামনে ভীত সন্ত্রস্ত আমরা; আল্লাহর দয়া ও করুণার যেই পরিমাণ মুখাপেক্ষী, শত্রুর উপর দাপুটে বিজয়ী আমরাও আল্লাহর রহমত ও দয়ার মুখাপেক্ষী তার চেয়ে কোনো অংশে কম নই। বরং কোনো কোনো দিক থেকে এই মহা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের স্তরটি আরো স্পর্শকাতর। কারণ আমরা অবশ্যই এই নেয়ামতের যোগ্য নই। সুতরাং নেয়ামতের শোকর যেন যথাযথ আদায় করতে পারি, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারি, এজন্য এখন আরো বেশি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করব এবং তাঁর সাহায্য কামনা করব ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ. ভিন্ন মতাদর্শ বা ভিন্ন মানহাজের মুসলিমকে কটাক্ষ করব না; কোন ধরনের তির্যক ও মন্দ কথা বলব না। আমরা মনে করি মুসলিম মাত্রই এ বিজয় ও বিজয়ানন্দের অংশীদার। কারণ এটা আল্লাহর দ্বীনের বিজয়; এটা আল্লাহর শরীয়াহ'র বিজয়। আমরা চাই এই অনুভূতি সকল মুসলিম তার হৃদয়ে লালন করুক, বিজয়ের পূর্ণতা অর্জনে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুক।

বিজয়ের মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত তালেবান; কাছের দূরের সকল শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মহানুভবতার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, তার শিক্ষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করব। শত্রু মিত্র সকলকে আল্লাহ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

ছয়. আমরা কেউ কেউ এমন ধারণা করতে পারি যে, এতদিন তো যুদ্ধাবস্থায় থাকার কারণে আমরা খোরাসানে আর্থিক সহযোগিতা পাঠিয়েছি। এখন যেহেতু বিজয় হয়ে গেছে, তাই এখন হয়তো তাদের আগের মতো আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না।

আসলে বিষয়টি এমন নয়। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কুফফার গোষ্ঠীর অনিঃশেষ ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষয়টি আশা করি সবার কাছেই স্পষ্ট। ইমারতে ইসলামিয়া এখন (আল্লাহ হেফাজত করুন) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক চাপে এবং অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়া বিচিত্র কিছু নয়। ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, আমেরিকা তাদের প্রায় হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আটকে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক তাদের অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যাংকগুলোতে তারল্য সঙ্কটের নিউজও প্রকাশিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদেরসহ পুরো মুসলিম বিশ্বের সাহায্য তাদের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে এটি পৃথিবীর বুকে একমাত্র দারুল ইসলাম, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছায় শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তাকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার জন্য ইমারার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়ানো আমদের একান্ত কর্তব্য।

সাত. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এখন ইমারাতে ইসলামিয়াকে আমরা এমন অনেক সিয়াসি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখব, যা বাহ্যত আমাদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হতে পারে। যেমন দোহা চুক্তির কিছু বিষয় নিয়েও অনেককে পেরেশান হতে দেখা গেছে।

এখানে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হচ্ছে, শরীয়তে সিয়াসাহ তথা রাজনীতি ও কূটনীতির অধ্যায় বেশ প্রশস্ত। বিশেষত জিহাদ ও কিতালের ক্ষেত্রে এই প্রশস্ততা আরো বিস্তৃত। শরীয়ত এখানে দুশমনের সঙ্গে এমন অনেক আচরণ বৈধ করেছে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় বৈধ নয়। তাওরিয়া’ তথা রূপক অর্থে কথা বলা, ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা বলা ও শত্রুকে প্রতারিত করা[1],

---

[1] ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন,

قال النبي ﷺ "الحرب خدعة" -صحيخ البخاري 3029 ، صحيح مسلم 1740

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকা’।

ইমাম সারাখসি রহ. (৪৮৩ হি.) বলেন,

وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه في حالة القتال، وأن ذلك لا يكون غدرا منه.

وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في هذه الحالة، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء الرجل أهله» .

والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض، فإن ذلك لا رخصة فيه وإنما المراد استعمال المعاريض. وهو نظير ما روي أن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - كذب ثلاث كذبات. والمراد أنه تكلم بالمعاريض، إذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون عن الكذب المحض. –شرح السير الكبير 1\81

এমনকি শর্তসাপেক্ষে এমন কুফরি আচরণ-উচ্চারণ প্রকাশ করাও শরীয়ত জায়েয করেছে, যা বাহ্যত কুফরি মনে হলেও ভিন্ন অর্থে তা কুফরি নয়[2]। একইভাবে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দুর্বলতার কোনো দিক বা বিশেষ কোনো টার্গেট পূরণ করার জন্য শত্রুকে কর দিয়েও কিতাল থেকে বিরত থাকার এবং ফরজ কিতালকে বিলম্বিত করার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বরং জরুরি সাব্যস্ত করেছে[3]।

"এই হাদীস প্রমাণ করে, মুজাহিদের জন্য যুদ্ধাবস্থায় তার প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে কোনো অসুবিধা নেই, এটা তার পক্ষ থেকে গাদ্দারিও নয়।

কিছু সংখ্যক আলেমের মতে এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থটিই উদ্দেশ্য। ফলে যুদ্ধাবস্থায় মিথ্যা বলার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিথ্যা বলা বৈধ নয়, তবে তিনটি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম। ১. দু'জনের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করার জন্য, ২. যুদ্ধাবস্থায় এবং ৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব হলো, (হাদীসে মিথ্যা বলার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে) তাতে নিরেট মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়, কারণ, নিরেট মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রূপক শব্দ ব্যবহার করা। এটা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাটির মতো। যেখানে বলা হয়েছে, তিনি তিনবার মিথ্যা কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি (সরাসরি মিথ্যা বলেননি, বরং) রূপক কথা বলেছেন। কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম মা'সুম। নিরেট মিথ্যা তাঁরা বলতে পারেন না।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/৮১; আরো দেখুন: আলআযকার, ইমাম নাবাবী রহ. পৃ. ৩৮০; শরহে মুসলিম, ইমাম নাবাবী: ১২/৪৫ আফাতওয়ালকুবরা, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ৬/১২০; ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনে হাজার রহ.: ৬/১৫৮-১৫৯

[2] এবিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.র ঘটনা প্রসিদ্ধ। এছাড়া অন্যান্য সাহাবির ঘটনাও আছে। যেখানে তাঁদের থেকে বাহ্যত কিছু কুফরি আচরণ-উচ্চারণ প্রকাশ পেলেও বাস্তবে তা ভিন্ন অর্থে কুফরি ছিল না। হাদীস ও ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সহীহ বোখারী, হাদীস নং ২৫১০ (তারকিম: ফুয়াদ আব্দুল বাকি); সহীহ বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইবনুল বাত্তাল (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ): ৫/১৮৯; ফাতহুল বারী (দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত): ৬/১৫৯; আসসিয়ারুল কাবীর: ১/২৭৭

[3] সময়ের অনবদ্য ফিকহ বিশ্বকোষে বলা হয়েছে,

وهي جائزة لا واجبة، وقد تجب لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر بالمسلمين لا يتدارك. -الموسوعة الفقهية الكويتية (42/207)

"কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা বৈধ; জরুরি নয়। তবে প্রয়োজনে কখনো জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন, চুক্তি না করলে যদি মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন চুক্তি করা জরুরি।" –মাউসূআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ: ৪২/২০৭; আরো দেখুন: -শরহুস সিয়ারিল কাবীর ৩/৩-৫; হিদায়াহ: ২/৩৮২; আলবাহরুর রায়েক: ৫/৮৫

আট. এবিষয়গুলো জানা না থাকার দরুন, অনেক সময় ছিদ্রান্বেষীরা প্রশ্ন তোলে এবং এমন বিষয়কে কুফর ও হারাম সাব্যস্ত করে, যা শরীয়তে সম্পূর্ণ বৈধ; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি। যেমন, ইমারা যদি কৌশলগত কিংবা সামর্থ্যগত কারণে আপাতত আফগানেই নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখা জরুরি মনে করে। বাইতুল মাকদিস বা কাশ্মীর মুক্ত করার জন্য সরাসরি ইজরাইলে বা ভারতে আক্রমণ করা এই মুহূর্তে সম্ভব বা লাভজনক মনে না করে বরং তার জন্য অন্যদিক থেকে গুছিয়ে আসা জরুরি মনে করে এবং ঘোষণা দেয়, বাইতুল মাকদিস বা কাশ্মীর নিয়ে আমাদের কোনো এজেন্ডা নেই, অথবা আফগানের বাইরে আমাদের কোনো এজেন্ডা নেই, তাহলে এই অবস্থান কিছুতেই জাতীয়তাবাদ নয়। এটি নিছক নিজের শক্তি সামর্থ্য ও কৌশলের বিচারে বাস্তবসম্মত ও সাময়িক একটি সিদ্ধান্ত, যা শরীয়তেও কাম্য। কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোককে দেখা যায়, এমন বিষয়কে জাতীয়তাবাদ সাব্যস্ত করে তাকফির পর্যন্ত করে বসে। এটা নিতান্তই বোকামি ও অজ্ঞতা। আল্লাহ তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

নয়. দায়িত্বশীলগণ কখন, কেন, কোন কথা বলছেন, কী উদ্দেশ্যে কী চুক্তি করছেন, নিজেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোন আচরণের মাধ্যমে কালক্ষেপণ করছেন, বিষয়গুলো স্বভাবতই বেশ স্পর্শকাতর এবং এমন অনেক তথ্য উপাত্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নিরাপত্তাজনিত কারণে যেগুলো অনেক সময় আপনজনের কাছেও প্রকাশ করার সুযোগ থাকে না। আমরা সকলেই জানি, কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে, প্রয়োজনের আগে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য না দেয়া আমাদের নিরাপত্তা উসূলের একটি মূলনীতি। যেহেতু তথ্য দেয়ার সুযোগ থাকে না, এজন্য এরকম অস্পষ্ট সিয়াসি কথা ও কাজের ব্যাখ্যা দেয়ার উন্মুক্ত সুযোগও সবসময় থাকে না।

দশ. আমরা একটি চলমান উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করতে পারি। বর্তমানে বাংলাদেশে তানজিমের সর্বপ্রকার অপ্স বন্ধ। অথচ এখানেও তাগুতের বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ। এদেশে উপস্থিত বিদেশি হারবিদের বিরদ্ধে কিতাল ফরজ। বন্দীদের মুক্ত করা ফরজ। এতগুলো দিক থেকে কিতাল ফরজ হওয়া সত্ত্বেও কিতাল ও অপ্স কেন বন্ধ থাকবে, এ প্রশ্নের কোনো উত্তরই অনেকের আবেগ ও জযবাকে শান্ত করতে পারছে না। কোনোভাবেই অপ্স বন্ধ রাখার

বৈধতা ও যৌক্তিকতা তাদের বুঝানো সহজ হচ্ছে না। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ, জিহাদের জযবা ও ঈমানি গায়রত তা মানতে পারছে না। এ হচ্ছে বর্তমান একটি বাস্তবতা।

মনে করুন এ অবস্থায় যদি নেতৃত্ব থেকে তাদেরকে এমন একটি উত্তর দেয়া যায় যে, আগামী পাঁচ বছরের মাথায়; আমেরিকা, ভারত ও ফ্রান্সসহ একযোগে পশ্চিমা শত্রুদের ৫ বা ১০ টি দূতাবাসে বড় একটি অপ্স পরিচালনার টার্গেট হাতে নেয়া হয়েছে, যে অপ্সের মাধ্যমে আমরা ই'দাদ থেকে কিতালের স্তরে প্রবেশ করব। এ কারণেই আপাতত ৫ বছরের জন্য অপ্স বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তাহলে একজনের মনেও হয়তো অপ্স বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

কিন্তু বাস্তবে যদি এমন প্রোগ্রাম থাকে, তাহলে তা সম্পন্ন করার পূর্বে আদৌ কি এই তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়ার সুযোগ আছে? যদি দেয়া হয়, তাহলে আদৌ কি এই প্রকল্প সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে? উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক! সুতরাং এমন প্রোগ্রাম সফল করতে হলে, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সংগঠনের সকলকেই এক ধরনের অস্পষ্টতার মধ্যে পাঁচটি বছর অতিক্রম করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদেরকে অবশ্যই নেতৃত্বের প্রতি আস্থার জায়গা থেকেই এই চিন্তাটা করতে হবে যে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে নিশ্চয়ই এমন কোনো কারণ ও যৌক্তিকতা আছে, যা সম্পর্কে নেতৃবর্গ অধিক অবগত এবং আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন। নেতৃত্বের প্রতি এতটুকু আস্থা না থাকলে কোনো সংগঠনই তার মিশন ও ভিশনে সফল হতে পারবে না।

এগার. এসব ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, উলুল আমরের আনুগত্য বিষয়ক শরীয়তের উসূল মেনে উমারাদের আনুগত্যের উপর অটল থাকা এবং নিজের আবেগ ও জযবাকে কুরবানি করে নীরব থাকা। শয়তানের প্ররোচণায় প্ররোচিত হয়ে কোনো সংশয়কে প্রশ্রয় না দেয়া এবং অন্যদের মাঝে কোনো সংশয় সৃষ্টি করা ও সংশয় ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।

বার. উলুল আমরের আনুগত্য সম্পর্কে শরীয়তের নীতি হল, যতক্ষণ তিনি শরীয়তের খেলাফ কোনো নির্দেশ না দিবেন, ততক্ষণ তার আনুগত্য করা। একইভাবে উলুল আমরের কোনো কথা ও

কাজ যতক্ষণ নিশ্চিত শরীয়তের খেলাফ না হবে, ততক্ষণ তা নিয়ে কোনো সমালোচনা না করা এবং সে বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তি না ছড়ানো।

তের. উলুল আমরের কোনো কথা বা কাজ শরীয়তের খেলাফ কি না, তার জন্য আমাকে দুটি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। বাহ্যত আমার দৃষ্টিতে শরীয়তের খেলাফ মনে হওয়াই যথেষ্ট নয়।

১. কাজটি বা কথাটি যেভাবে আমার কাছে পৌঁছেছে বাস্তবেই তিনি সেটি সেভাবেই করেছেন বা বলেছেন কি না? নাকি তার নামে বিষয়টি চালানো হয়েছে বা বিকৃত করে এমনভাবে পৌঁছানো হয়েছে, বাস্তবে যা তিনি এভাবে করেননি বা বলেননি।

যেমন মনে করুন, ইমারা চুরির অপরাধে একজনকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করেছে বলে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল এবং ভিডিও ফুটেজও প্রকাশিত হল। সংবাদটি দেখেই আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। মনে করলাম, তারা কোরআনে নির্ধারিত চুরির ‘হদ্দ’ হাতকাটা পরিবর্তন করে ফেলল? এটা তো কুফরি কাজ! এটা নিয়ে আমি পরস্পরে আলোচনা উস্কে দিলাম, মজলিস গরম করতে শুরু করলাম!

অথচ বাস্তবতা হল, এটি তারা চুরির ‘হদ্দ’ হিসেবে করেননি; করেছেন ‘তাযীর’ হিসেবে। শরীয়তে ‘হদ্দ’ প্রয়োগের কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আছে। যদি এই শর্তাবলী পূরণ না হয়, তাহলে ‘হদ্দ’ প্রয়োগ করা জায়েয নয়। বিচারক তখন চোরের উপর তাযীর প্রয়োগ করতে পারেন। এই তাযীর বেত্রাঘাতও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। এটাই তখন শরীয়তের বিধান এবং ফিকহে হানাফিসহ সকল ফিকহের কিতাবেই বিষয়টি আছে।

২. দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, তা হল, তার যে বিষয়টি আমি শরীয়তের খেলাফ মনে করছি, তা বাস্তবেই শরীয়তের খেলাফ কি না? নাকি বিষয়টি এমন কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, যে ব্যাখ্যা করলে তা আর শরীয়তের খেলাফ থাকে না? বা বিষয়টি এমন কি না, যা কোনো কোনো আলেমের মতে শরীয়তের খেলাফ হলেও কোনো কোনো আলেমের মতে শরীয়তের খেলাফ নয়?

যেমন ধরুন ইমারাতে ইসলামিয়াহ বলল,

‘তালেবান কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না’।

একথা শুনেই একজন অতি উৎসাহী বলে ফেলল, *‘আচ্ছা! তালেবান আসলে ইসলামের জন্য জিহাদ করেনি, ক্ষমতার জন্য করেছে! এজন্য ক্ষমতা পেয়েই তারা জিহাদ ছাড়ার ঘোষণা দিচ্ছে। অথচ প্রতিবেশী তাগুত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে জিহাদ করা ফরজ। তারা ফরজ অস্বীকার করে মুরতাদই হয়ে গেল! নাউযুবিল্লাহ!*

শুধু এটুকু কথার উপর ভিত্তি করে কোনো মুসলিম সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা বা এমন ধারণা করা নিতান্তই বোকামি, অন্যায় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহের কাজ। কারণ কথাটি অনেক অর্থের অবকাশ রাখে। এর অর্থ হতে পারে, বর্তমান শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তাঁরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। এর অর্থ হতে পারে, বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনঃগঠন প্রক্রিয়া চলমান। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন তারা প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। এর অর্থ হতে পারে, রাষ্ট্রের বর্তমান পলিসিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। যখন সময় হবে, পলিসি পরিবর্তন করে নতুন ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করবে। এমন অনেক ব্যাখ্যারই অবকাশ রাখে বাক্যটি।

যেখানে এমন একটি দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ নিজ থেকে স্থির করে, একজন সাধারণ ঈমানদার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার অনুমতিও শরীয়তে নেই, সেখানে বিশ্বের বুকে সদ্য অর্জিত এবং তাগুত বেষ্টিত ভূখণ্ডের কর্ণধারদের সিয়াসি বক্তব্যের এমন নেতিবাচক অর্থ স্থির করে তার বিচার করার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ এখানে উক্ত কথাটি তাঁরা যে ভিন্ন কোনো অর্থে বলে থাকবেন, তার অনেক সূত্রই বিদ্যমান রয়েছে, যা তাঁরা বিভিন্ন সময় তাঁদের লালিত আকীদাহ বিশ্বাসের বর্ণনায় বলেছেন এবং সবার কাছে প্রসিদ্ধ।

চৌদ্দ. আসলে রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে, আকীদাহ মানহাজ সংক্রান্ত অবস্থান বের করার সুযোগ নেই। এটা সুস্থ বিবেক ও শরীয়াহ; কোনো বিচারেই ঠিক নয়। কারণ রাজনীতি ও মিডিয়া অঙ্গনের অনেক কিছুই কৌশল-নির্ভর। বস্তুত শত্রুরাও তাঁদের এই বক্তবগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করে। এজন্য তাদের অনেক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকই বলছেন, তালেবান আসলে কোন পথে হাঁটবে, তা বুঝার জন্য তাদের এসব বক্তব্যের উপর নির্ভর করার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতই বলে দিবে তারা কোন পথে হাঁটবে।

পনের. তাছাড়া উলুল আমরের কেউ এমন শরীয়াহ পরিপন্থী কোনো কাজ করলেন কি না, এই বিষয়গুলো দেখভাল করার প্রধান দায়িত্ব উলুল আমরের অন্যান্য সদস্যের। বিশেষত শরীয়াহ বিভাগের। তালেবানের মজবুত ও আস্থাভাজন শরীয়াহ বিভাগ আছে। এজাতীয় বিষয়গুলোর জন্য আমরা তাদের উপরই আস্থা রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ।

ষোল. শুধু তালেবানের শরীয়াহ পরিষদই নয়; বরং এর পেছনে আছে আলকায়েদার কেন্দ্রীয় শরীয়াহ পরিষদ। আছে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে বিস্তৃত আল কায়েদার প্রতিটি শাখার শরীয়াহ পরিষদ। এসব পরিষদ এবং পরিষদগুলোর প্রত্যেক আলেমও ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ে সচেতন, বিজ্ঞ ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সকলেই বিষয়গুলোর উপর নজর রাখেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এ জাতীয় বিষয়গুলোতে তাদের উপরও আস্থা রাখতে পারি নির্দ্বিধায়।

সতের. বরং এসব বিষয়ে সাধারণ সাথীদের জন্য উলুল আমরের সমষ্টির উপর এবং এসব শরীয়াহ পরিষদগুলোর উপর আস্থা রাখা জরুরি। কারণ দ্ব্যর্থবোধক বিষয়গুলোর সব খুঁটিনাটি জেনে সকলের জন্য পরিষ্কার হওয়া সম্ভবই নয়; এমনকি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলেও তা পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এটা একজন সাধারণ সাথীর দায়িত্বও নয়। দায়িত্বের বাইরে যারা এগুলোর পেছনে পড়ে, তাদের জন্য যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এটা শুধু শরীয়াহ নয়; বরং পৃথিবীর বাস্তবতাও এক ও অভিন্ন। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র, কোনো দল, কোনো সংগঠন বা কোনো বাহিনীর পরিচালনা নীতিই এর ব্যতিক্রম নয়।

যেহেতু এজাতীয় বিষয়গুলো সবার বুঝে আসা এবং সবার সামনে পরিষ্কার থাকা সম্ভব নয়, এজন্যই মূলত সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত উবাদাহ ইবনে সামিত রা.র প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে, পছন্দ অপছন্দ, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায়ই উলুল আমরের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। -সহীহ বোখারী: ৭০৫৫; সহীহ মুসলিম: ১৭০৯

আঠার. সুতরাং এ বিষয়গুলো আমরা উমারা ও উলামাদের উপর ছেড়ে দিব এবং তাদের উপর আস্থা রাখব। অযথা এসব বিষয়ের পেছনে পড়ে আমার মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করব না। এটা আমার দায়িত্বও নয় এবং একারণে আমি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিতও হব না।

উনিশ. কেউ প্রশ্ন করলে বা জানতে চাইলে; যতটুকু সম্পর্কে পরিপক্ক ও সুনিশ্চিত শরীয়াহ'র জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তবতার জ্ঞান আছে, ততটুকুর বাইরে কোনো কথা বলব না। শুধু আমার দলের হওয়ার কারণে অযৌক্তিক, হঠকারী ও পক্ষপাতমূলক বক্তব্য দিব না। যারা জানতে চাইবে, তাদেরকে এ জাতীয় বিষয়গুলোতে উমারা ও উলামাদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ করব। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"যখন তাদের কছে শান্তি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ আসে, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (তা না করে) তারা যদি বিষয়টি রাসূল এবং তাদের মধ্যে যারা উলুল আমর, তাদের পর্যন্ত পৌঁছাতো, তাহলে তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে এমন লোকেরা জেনে নিতে পারত, যারা এর সূত্র বা মূল তথ্য উদঘাটন করতে পারত।" (সুরা নিসা ৪:৮৩)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وَقَوْلُهُ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يُبَادِرُ إِلَى الْأُمُورِ قَبْلَ تَحَقُّقِهَا، فَيُخْبِرُ بِهَا وَيُفْشِيهَا وَيَنْشُرُهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ. تفسير ابن كثير ت سلامة) 2 /366(

"... এখানে ওই সব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা বিভিন্ন বিষয় কানে আসা মাত্রই তার সত্যতা যাচাই না করে অন্যদের কাছে বলতে শুরু করে এবং এদিক ওদিক ছড়াতে আরম্ভ করে। অথচ কখনো দেখা যায়, সেই খবরটি মোটেই সত্য নয়।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৬৬)

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আরও বলেন, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত মুগীরা বিন শুবাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ أَيْ: الَّذِي يُكْثِرُ مِنَ الْحَدِيثِ عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّت، وَلَا تَدبُّر، وَلَا تبَيُّن.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহেতুক কথা বার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ যাচাই বাছাই, চিন্তা ভাবনা এবং সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া মানুষ যেসব কথা বলাবলি করে, এমন সব কথা বলতে তিনি নিষেধ করেছেন।" (সহীহ বুখারী: ১৪৭৭; সহীহ মুসলিম ৫৯৩)

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

“আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা-ই শুনে (সত্য মিথ্যা যাচাই করা ছাড়া) তা-ই বলে বেড়ায়।” (সহীহ মুসলিম: ৫)

وما توفيقي إلا بالله، وعليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما.

নিবেদনে-

কেন্দ্রীয় পরিষদ, আলকায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ অংশ

২০ মুহাররম ১৪৪৩ হিজরী